ব্রাচ

ব্রাচেভর ছাড়া হাঁটতে পারি না হবে তা বছর সাত
দেখাতেগেলাম ডাক্তার এক, অছে বেশ নাম ডাক
আমাকেদেখেই প্রশ্ন করেন মিছে কেন দুই হাত
জড়োকরে আছ লাঠি জোড়া -- শুনে আমি হতবাক
হয়েবলি তাঁকে রেখেছি কি সাধে, মিছে এই লাঠি জোড়া ?
হাঁটতেপারি না স্বাভাবিকভাবে, পা-দুটি আমার খোঁড়া।
শুনেতিনি কন, এ আর এমন নূতন কি কথা হল ?
পায়েভর করে হাঁটা শু করো, ওদের ভরসা ভোলো।
--একথা বলেই পরম যতনে পা-দুটি আমার দেখে
দানবেরমতো সে কী বীভৎস অট্টহাস্য হেসে
ব্রাচজোড়াখানি ভাঙলেন তিনি আমার-ই পৃষ্ঠ দেশে।
তারপরসেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন ফলতঃ এখন আমি
হাঁটিচলি বেশ সুস্থ হয়েই, মুখে তাঁর ওই হাসি
কেবলযখন চোখে পড়ে কাঠ, ---তখন-ই একটু থামি
কিছুটাসময় ঈষৎ খোঁড়াতে সেই ক্ষণে ভালোবাসি।

বদমায়েশীর মুখোশ

একটাজাপানী মুখোশ রয়েছে আমার ঘরেতে টাঙানো
গালাদিয়ে গড়া, বার্ণিশ করা, সোনালী রঙেতে রাঙানো
সেটাএক বদ্ নর - পিশাচের যেই দেখি ওটা চেয়ে
কিজানিকি এক সমবেদনায় চোখে জল আসে বেয়ে
কপালেরওর ফোলা শিরা গুলো বলো যেন খুব-ই স্পষ্ট
বদমাশসেজে থাকাটা জীবনে সে কী নিদাণ কষ্ট !

বের্টোল্ট ব্রেখট (অনুবাদ ঃ দিগম্বর দাশগুপ্ত)